লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা—ন হ্যন্তোহনন্তপারস্যেত্যাদৌ সন্ধ্যো-পাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে। পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনী-মিত্যাদি ॥ ২৮৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১।২৭ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২৮৪ ॥

এইক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—ভগবানের মন্ত্র সকল শ্রীভগবানের নামাত্মক। তন্মধ্যে বিশেষভাবে নমঃ স্বাহা স্বধা প্রভৃতি শব্দে বিভূষিত। যেমন শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা ইত্যাদি। শ্রীভগবান ও শক্তিযুক্ত ঋষি প্রভৃতি সেই সেই মন্ত্রে শক্তিবিশেষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদক। তন্মধ্যে কেবল শ্রীভগবানের যে সকল নাম আছেন, তাঁহারা স্বাহা-স্বধা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত না হইয়াও এবং শ্রীভগবান ও মহানুভব ঋষিগণকর্ত্তৃক অর্পিত শক্তিবিশেষের অপেক্ষা না করিয়াও পরমপুরুষার্থ ভগবৎচরণারবিন্দে প্রেমফল পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ। অতএব সেই নাম হইতে মন্ত্রে অধিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন মন্ত্র দীক্ষা প্রভৃতির অপেক্ষা করেন? কারণ পদ্যাবলীগ্রন্থে শ্রীলক্ষ্মীধর কবির কৃত শ্লোকে দেখা যায়—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষ্যতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামই যাঁহার স্বরূপ, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র উচ্চারণকারীজনের জিহ্বাকে স্পর্শ করিবার সমকালেই নিজফল প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই জনের হৃদয়স্থিত অখিল দুর্ব্বাসনা নাশ করিয়া নিজফল যে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম, তাহা আবির্ভাব করিয়া থাকেন। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণনামকেই মন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্রে কৃতচেতা অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও আকর্ষণীবিদ্যাস্বরূপ; এবং ইহা অতিমহান পাপসকলের অর্থাৎ অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি পাতকসকলের এবং প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ও অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভোগ করাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে—এবম্ভূত পাপসকলের ধ্বংস করিয়া দেয়। এই শ্রীকৃষ্ণনাম আচণ্ডাল সকল মানবের পক্ষেই সুখলভ্য। এস্থলে আচণ্ডাল পদে যে "আ" উপসর্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা অভিবিধি অর্থে; অর্থাৎ চাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিবিশিষ্ট মানবও এই শ্রীনামগ্রহণে অধিকারী—ইহাই বুঝাইতেছে। তবে